

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

267767 - যদি নবীগণ কামলে আখলাকরে অধিকারী হন ও মাসুম (নষিপাপ) হন তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম এর জহ্বাতে জড়তা থাকে কভাবে এবং তিনি কোন অপরাধ ছাড়া একজন মানুষকে কভাবে হত্যা করেন?

প্রশ্ন

আমি ইসমতে আম্বিয়া (নবীগণের নষিপাপ হওয়া) সম্পর্কে পড়ছি যে, তাঁরা শারীরিক গঠনগত ত্রুটি ও চরিত্রিক ত্রুটি হতে মুক্ত। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের নতো মূসা আলাইহিস সালাম ভালভাবে কথা বলতে না পারার ব্যাপারে কী বলা যতো পারে? এবং তিনি কভাবে বিনা অপরাধে একজন মানুষকে হত্যা করলেন? এটিকি ইসমতে আম্বিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা সকল নবীগণকে সম্মানিত করছেন, রসিলাত-এর দায়িত্ব পালন বহন করার ও পৌঁছে দেয়ার যোগ্য বানিয়েছেন। তাই তিনি তাঁদের শারীরিক গঠন ও চরিত্রকে পরপূর্ণ করছেন। তাঁদেরকে তাঁর প্রচারের জন্য নির্বাচিত করছেন এবং তাঁদেরকেই তাঁর রসিলাতের দায়িত্ব দিয়েছেন; অন্যদেরকে নয়। ইরশাদ হয়েছে: "তাঁর রসিলাত (রসূলের দায়িত্ব) কথায় দবেনে তা তিনিই ভাল জানেন"।[সূরা আনআম, আয়াত: ১২৪]

এ কারণে বনী ইসরাইলরা যখন কালমিল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দচ্ছিল এবং তাঁকে শারীরিক ত্রুটির অপবাদ দচ্ছিল তখন তিনি তাঁকে নষিকলুষ ঘোষণা করেন। কারণ ছিল তারা উল্গু হয়ে গোসল করত এবং একে অপরের দিকে তাকাত। কিন্তু, মূসা আলাইহিস সালাম একাকী আড়ালে গোসল করতেন। তখন তারা বলল: "আল্লাহর কসম! মূসা আমাদের সাথে গোসল না করার কারণ হল সে একশরিগ্ৰস্ত। একবার তিনি গোসল করতে গিয়ে একটি পাথরের উপর তাঁর কাপড় রাখলেন। পাথরটি কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তিনি পাথরের পিছি পিছি দৌড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন: ওহে পাথর, আমার

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

কাপড়। তখন বনী ইসরাইলরা মূসা আলাইহিস সালামের দিকে তাকাল এবং বলল: আল্লাহর শপথ! মূসার কোন সমস্যা নাই।  
তিনি তাঁর কাপড়টি উদ্ধার করে পাথরটিকে পটিতে লাগলেন।"[সহিহ বুখারী (২৭৮) ও সহিহ মুসলিম (৩৩৯)]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার বলেন: "এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, নবীগণ শারীরিক গঠন ও চরিত্রিক দিক দিয়ে পূর্ণতার  
শীর্ষে। যে ব্যক্তি কোন নবীর ব্যাপারে শারীরিক কোন অপূর্ণতার দোষ তোললে সে ঐ নবীকে কষ্ট দেয়। এমন  
দোষারোপকারী কাফরে হয়ে যাওয়ার শংকা হয়।"[ফাতহুল বারী (৬/৪৩৮)]

একশরী মানো: অণ্ডকোষদ্বয় বা দুইটরি একটি বড় থাকা।

দুই:

মূসা আলাইহিস সালামের জহ্বাত যে জড়তা ছিল সেটা জন্মগত ছিল না। মশহুর হচ্ছে তিনি ছোট বেলোয় আগুনকে অঙ্গার  
মুখে দেয়ার কারণে এ সমস্যা হয়েছিল; যমেনটি কোন কোন তাফসিরকারক উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তীকালে কোন সমস্যায় আক্রান্ত হওয়া অন্যদের ক্ষেত্রে যমেন ঘটতে পারে নবীদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। নবীরাও  
কষ্ট পতে পারেন, আঘাত পতে পারেন। যার ফলে তাঁদের শারীরিক ত্রুটি ঘটতে পারে। যমেনটি উহুদ যুদ্ধের দিন নবী  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল।

এ ত্রুটি যখন রসিলাতের দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করার পর্যায়ে ছিল তখন মূসা আলাইহিস সালাম এ সমস্যা নরিসনের  
জন্য দোয়া করতেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي

(অনুবাদ: মূসা বলল: হে আমার রব, আমার বক্ষ আমার জন্য খুলে দাও (আমার মনে সাহস যোগাও)। আমার কাজ আমার জন্য  
সহজ করে দাও। আর জহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও। যাত তা আমার কথা বুঝতে পারে।)[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ২৫-২৮]  
আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল করলেন। قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (অনুবাদ: আল্লাহ বললেন,  
মূসা! তুমি যা চেয়েছো তোমাকে তা দেওয়া হল।)[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৩৬]

ফরোউন সম্পর্কে আল্লাহর তাআলার বাণী:

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(অর্থ- এই হীন লোকটি (মূসা) থেকে কি আমিশ্রেষ্ট নই? সত তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না।)"[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৫২] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

"সত তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না": এটিও একটি মিথ্যা অপবাদ। কারণ যদিও ছোট বোয় আগুনরে অঙ্গার থেকে তাঁর জহ্বা আক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন যাত করে তিনি তাঁর জহ্বার জড়তা দূর করে দনে যনে তারা তাঁর কথা বুঝতে পারে। আল্লাহ তাঁর সত দোয়া কবুল করছেন। "আল্লাহ বললনে, মূসা! তুমি যা চয়েছো তোমাকে তা দেওয়া হল"[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৩৬][তাফসরি ইবনে কাছরি (৭/২৩২)]

এর থেকে পরস্কার হয়ে গেলে য়ে, মূসা আলাইহিস সালাম য়ে সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিলেন যথায় ও স্পষ্টভাবে রসিলাতরে দায়তিব পালনে সটো কোন নেতিবাচক প্রভাব ফলেনি এবং সটে মূসা আলাইহিস সালামরে জন্য এমন কোন দোষ বা ত্রুটি ছিল না যটো মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরে যতে বাধ্য করবে কথিবা তিনি সমালোচনার পাত্র হবনে; মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপ করা ছাড়া; যমেনটি করছে অভিশপ্ত ফরোউন।

তনি:

নবীগণ হচ্ছে শ্রেষ্ট মানুষ। তাঁরা সৃষ্টিকুলরে মাঝে আল্লাহর কাছে সবচয়ে প্রয়ি। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে কবরি গুনাহ থেকে মুক্ত করছেন। তাই তাঁরা কখনও কবরি গুনাহ করেন না। তাঁরা কবরি গুনাহ থেকে মাসুম বা মুক্ত; সটো নবুয়তপ্রাপ্তির আগে হোক কথিবা পরে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া গ্রন্থে (৪/৩১৯) বলেন:

"নবীগণ কবরি গুনাহ থেকে মাসুম (নষিপাপ); সগরি গুনাহ থেকে নয়- এটি অধিকাংশ আলমে ও অধিকাংশ দলগুলোর অভিমত...। এটি অধিকাংশ তাফসরিবদি, হাদসিবিদি, ফকিহবিদিরেও অভিমত। বরং সাহাবী, তাবয়ী, তাব-তাবয়ী, সলফে সালহেনি ও ইমামদরে কাছ থেকে য়ে সব বক্তব্য এসছে সগেলো এ অভিমতরে অনুকূলে।"[সমাপ্ত]

আর সগরি গুনাহ তাঁদের কাছ থেকে কথিবা তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে সংঘটিতি হতে পারে। এ কারণে অধিকাংশ আলমেরে অভিমত হল: তাঁরা সগরি গুনাহ থেকে মাসুম নন। যদি এমন কোন সগরি গুনাহ তাঁদের দ্বারা ঘট য়ে তাহলে তাত সম্মতি দেওয়া হয় না; বরং আল্লাহ তাঁদেরকে সতর্ক করে দনে এবং অবলিম্ববে তাঁরা সগেলো থেকে তওয়া করে ফরি আসনে। আরও জানতে দেখুন: [248875](#) নং প্রশ্নোত্তর।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এ ধরণের গুনাহ হচ্ছে মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মশিরি কবিতা লোকটিকে হত্যা করা। কারণ বনি অপরাধে লোকটিকে হত্যা করা হয়েছিল। এ হত্যা মূসা আলাইহিস সালাম ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। বরং ভুলক্রমে ঘটছে। যে কারণে তিনি এতে প্ররোচনা হয়েছিলেন সেটা হচ্ছে- মজলুম লোকটিকে সাহায্য করা। কারণ মশিরি কবিতার বনী ইসরাঈলদেরকে দাস বানাত এবং তাদের উপর অবচার করত।

ইমাম কুরতুবী বলেন: "তিনি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন; কনেনা মজলুমকে সাহায্য করা সকল উম্মতের কাছে দ্বীনি কাজ ও সকল শরিয়তে ফরয। কাতাদা বলেন: কবিতা লোকটি চাচ্ছিল প্রভাব খাটিয়ে ইসরাঈল লোকটিকে দিয়ে ফেরাউনের রান্নাঘরের জন্য কাঠ বহন করাত। ইসরাঈল লোকটি অস্বীকার করল এবং তাকে সাহায্য করার জন্য মূসাকে ডাকল।"

অনুব্রূপভাবে

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ

(অর্থ: সঃ বলল: হঃ আমার রব, আমি আমার নিজেরে প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।) এর ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন: মূসা আলাইহিস সালাম যে ঘুষটি মেরেছিলেন সেটোর জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন; যে ঘুষের কারণে লোকটির প্রাণ অবসান হয়। এ অনুতপ্ততা তাঁকে তাঁর রবের প্রতি বিনীত হওয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে...।

তাঁর এ হত্যাটি ছিল ভুলক্রমে। যাহেতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষি বা লাথি মারলে মানুষ মরে না।

সালিম বনি আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ওহঃ ইরাকবাসী! সগরি গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের অধিক প্রশ্ন, আর কবরি গুনাহতে লিপ্ত হওয়া বড়ই বস্ময়কর! আমি আবু আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: ফতিনা এদকি থেকে আসবে। তিনি হাত দিয়ে পূর্বদিকে ইশারা করেছেন, যদেকি থেকে শয়তানের শিং উদতি হয়। তোমরা একে অপরের গল্পদান কর্তন করত। অথচ ফেরাউনের গোষ্ঠীর যে লোকটিকে মূসা আলাইহিস সালাম ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

وَقَتَلَتْ نَفْسًا فَجَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

(অর্থ- তুমি একজনকে হত্যা করে বসলে। তারপর আমি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত দিচ্ছিলাম এবং আমি তোমাকে বড় রকম পরীক্ষায় ফেলেছিলাম।)[তাফসিরে কুরতুবী (১৩/২৬১) থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কুস্তালানি বলনে:

এটি তাঁর ইসমতকে (নষিপাপ হওয়াকে) প্রশ্নবদ্ধি করবে না। কারণ সেটো ভুল ছিল। আয়াতে কারীমাতে সেটোকে শয়তানরে কাজ বলা হয়েছে, অন্যায় বলা হয়েছে। অবহলোবশতঃ কোন ছোট গুনাহ হয়ে গেলে তাঁদরে (নবীদরে) অভ্যাস অনুযায়ী সেটোকে বড় জ্ঞেণন করে তনি সেটো থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।[ইরশাদুস সারি (৭/২০৬)]

বরং এর উপরে আমরা যে কথাটি বলতে চাই: নশিচয় এ মশিরকি কবিতকি হত্যা করাটা (হত্যা করার কারণ থাকা সত্ত্বেও) ছিল অনচ্ছিক্ত ভুল। কিন্তু এটি মূসা আলাইহিস সালামরে নবুয়তরে আগতে সংঘটিত হয়েছে। আর নবীগণ নবুয়তপ্রাপ্তরি আগতে ভুল করা থেকে মাসুম বা মুক্ত নন। বিশেষত তাঁদরে অভপ্রায় যদি ভাল হয় এবং কার্যকারণ থাকে।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনে:

"আমি এমন কিছু জানিনি যে, বনী ইসরাঈল কোন নবীকে কোন কাজ থেকে তওবা করার কারণে সমালোচনা করেছে। বরং তারা মথিযাচার করে তাঁদরে উপর দোষারোপ করত; যমেনভাবে তারা মূসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দিয়েছিল। নচেৎ মূসা আলাইহিস সালাম মশিরকি কবিতলোকটকি হত্যা করছেন নবুয়তপ্রাপ্তরি আগতে। এবং তনি আল্লাহকে দেখতে চাওয়া থেকে ও অন্যান্য ভুল থেকে নবুয়তপ্রাপ্তরি পর ক্ষমা চেয়েছেন। আমি জানিনি যে, বনী ইসরাঈলরে কটে এ ধরণে কোন কছির জন্য মূসা আলাইহিস সালামরে উপর দোষারোপ করছেন।[মনিহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাওয়যিয়াহ (২/৪০৯)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।